ভাসমান বেডে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষ

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, রহমতপুর, বরিশাল-এ পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে ভাসমান বেডে গ্রীষ্মকালীন টমেটো সফলভাবে আবাদ করা যায়।

ভাসমান বেডে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর উপযোগীতা পরীক্ষা

ভাসমান বেডে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চারা রোপণের সময়: মে থেকে জুন মাস ভাসমান বেডে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

গ্রীষ্মকালীন টমেটোর জাত: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল গ্রীষ্মকালীন টমেটোর জাত যেমন বারি হাইব্রিড টমোটো-৪, ৮, ১০ ও ১১ ভাসমান বেডে চাষের উপযোগী।

বীজ পানিতে ভিজানো: ভাল মানের বীজ সংগ্রহ করার পর তা ৪-৬ ঘন্টা পুকুর বা খালের পানি দিয়ে ভিজানোর পর পানি ছেঁকে ফেলতে হবে। পানিতে বেশী আয়রণ থাকলে তা বীজের অঙ্কুরোদগমে ব্যাঘাত ঘটায়। ভিজানো/আর্দ্র বীজ একটি কাঁচের গ্লাসে নিয়ে ভিজা কাপড় বা টোপাপানা বা নারিকেলের ছোবড়ার গুড়া দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। বীজ সামান্য অঙ্কুরিত হলে তা বীজতলায় বপণের উপযোগী হয়।

বীজতলা তৈরি: বাড়ির এক পাশে উঁচু জায়গায় কচুরিপানা ও টোপাপানার স্তর দিয়ে ১.৪ মিটার প্রস্থ এবং প্রয়োজন মত দৈর্ঘ্যের বীজতলা তৈরি করতে হবে। বীজতলা ২৫-৩০ সেমি উঁচু ও সমতল করতে হবে। এতে বর্ষার সময় বীজতলার চারা জলবদ্ধতা থেকে রক্ষা পাবে। বীজতলার উপরিভাগে নারিকেলের ছোবড়ার গুড়া ২.৫-৩.০ সেমি পুরু করে ছিটিয়ে দিতে হবে। তৈরিকৃত বীজতলা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।

বীজতলায় অঙ্কুরিত বীজ বপন: বীজতলার উপর অংকুরিত বীজ বপন করার পর ভিজা নারিকেলের ছোবড়ার গুড়া দিয়ে হালকাভাবে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলার প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন দুই বেলা (সকাল ও বিকাল) হালকা পানি দিতে হয়। বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য বীজতলা পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলায় চারা ৫-৭ সেমি উচ্চতার হলে তা উঠিয়ে টোপাপানার বল/দোল্লার ভিতর স্থাপন করতে হবে।

টোপাপানার বল বা দোল্লা তৈরি: এক মুষ্ঠি পরিমাণ টোপাপানা নিয়ে তার উপর দুলালী লতা বা হোগলার পাতা বা শ্যাওলা দিয়ে শক্তভাবে প্যাঁচাতে ৮-১০ সেমি ব্যাসের গোলাকার বল তৈরি করতে হবে যা স্থানীয় ভাষায় দোল্লা নামে পরিচিত।

টোপাপানার বল বা দোল্লার ভিতর কচি চারা স্থাপন: টোপাপানার বলের উপর সুচালো কাঠি দিয়ে ছিদ্র করে এর ভিতর ১টি চারার শিঁকড় ঢুকিয়ে হালকাভাবে চাপ দিতে হবে যাতে বলের ভিতর চারা ভালভাবে স্থাপিত হয়। চারার গোড়া পঁচা রোগ দমনের জন্য ০.২% অটোস্টিন (ছত্রাকনাশক) দ্রবণ দিয়ে টোপাপানার বলগুলি ভিজিয়ে নিতে হবে।

দোল্লা/বলসহ চারার আন্তঃপরিচর্যা: গ্রীষ্মকালীন টমেটোর কচি চারা বলের ভিতর স্থাপন করার পর সেগুলিকে এক সপ্তাহ হালকা ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে যাতে চারাগুলি বলের সাথে ভালভাবে খাপ খায়। এ সময় দিনে দুইবার (সকাল ও বিকাল) চারার বলগুলি পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হয়।

ভাসমান বেড তৈরির জন্য কচুরিপানা নির্বাচন: ভাসমান বেড তৈরিতে সুগঠিত শিঁকড়যুক্ত, পরিপক্ক ও লম্বা কচুরিপানা ব্যবহার করতে হবে। এ ধরনের কচুরিপানা ব্যবহার করলে বেডের পচন ক্রিয়া ধীরে ধীরে হয় বিধায় ভাসমান বেডের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

উন্নত ভাসমান বেডের আকার

ভাসমান বেডের আয়তন: আদর্শ ভাসমান বেডের দৈর্ঘ্য হবে ৯.১৪ মিটার, প্রস্থ ১.৪০ মিটার এবং উচ্চতা ১.২০ মিটার (দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট, প্রস্থ ৪.৫ ফুট এবং উচ্চতা ৪.০ ফুট)।

ভাসমান বেড তৈরি: সাধারণত: বর্ষাকালে কচুরিপানা সহজলভ্যতা থাকে এমন জলমগ্ন এলাকায় ভাসমান বেড তৈরি করতে হয়। শিঁকড়যুক্ত, পরিপক্ক ও লম্বা কচুরিপানা স্তরে স্তরে সাজিয়ে ভাসমান বেড তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে কচুরিপানার শিঁকড় অংশ ভাসমান বেডের কিনারায় এবং কান্ড ও পাতা বেডের ভিতরে অংশে স্তরে স্তরে আটসাট ও সুসজ্জিতভাবে কাঙ্খিত উচ্চতা পর্যন্ত সাজাতে হবে। তবে বাঁশের মই আকারের কাঠামো তৈরি করে তার উপর প্লাস্টিকের নেট বিছিয়ে কচুরিপানা ১০-১২ দিন বিরতি দিয়ে দুই বারে সাজালে ভাসমান বেডের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। কচুরিপানা দিয়ে ভাসমান বেড তৈরি শেষে এর উপর ১২-১৫ সেমি টোপাপানার *(Salvinia cucullata)* স্তর দিলে ফসলকে পানির সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখা যায়।

ভাসমান বেডে উচুঁ পিট তৈরি: ভাসমান বেডের উপর ৬০ সেন্টিমিটার দূরে দুই সারিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চারা রোপণের জন্য ৪০ সেন্টিমিটার পর পর দুলালী লতা ও টোপাপানা দিয়ে উঁচু পিট তৈরি করতে হবে। উঁচু পিট তৈরি করলে ভাসমান বেডে রোপণকৃত টমেটো গাছের শিঁকড় পানির সংস্পর্শ থেকে কিছুটা দূরে রাখা যায়।

রোপণ দূরত্ব: সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৪০ সেমি।

ভাসমান বেডে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চারা রোপণ: ভাসমান বেডে তৈরিকৃত উঁচু পিটের প্রতিটিতে ১টি করে চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণ করার সময় এর গোড়ায় পঁচা কচুরিপানা দিয়ে ভালভাবে মালচিং করে দিতে হবে যাতে রোপণকৃত চারা বাতাসে হেলে না পড়ে। চারা রোপণের পর হালকাভাবে সেচ দিতে হবে।

ভাসমান বেডে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর সার ব্যবস্থাপনা:

সারের নাম	প্রতি বেড সারের পরিমাণ (৯.১৪ মি. × ১.৪ মি. বেড)	সার প্রয়োগ পদ্ধতি
ইউরিয়া	১২০ গ্রাম	সমস্ত সার সমান ৬ ভাগে ভাগ করে তরল আকারে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি ভাগ সার ১০ লিটার পানির সাথে ভালভাবে গুলিয়ে টমেটোর চারা রোপণের ১৫ দিন পর থেকে ১০ দিন পর পর গাছের গোড়ার ৪০-৫০ সেমি ব্যাসার্ধের মধ্যে পানির ঝাঁঝরি দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। তরল আকারে সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তরলকৃত সার চুইয়ে জলাশয়ের পানিতে না মিশে।
ডিএপি	১৭০ গ্রাম	
এমপি	৩৮ গ্রাম	
জিপসাম	২৪ গ্রাম	
বরিক এসিড	৫ গ্রাম	

ভাসমান বেডে ফসলের আন্তঃপরিচর্যা: টমেটোর চারা রোপণের পর প্রথম এক মাস প্রতিদিন সকালে পানি দিতে হবে। চারা রোপণের পর কাঠির সাথে বেঁধে দিতে হবে। গাছের উপর স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ছাউনি দিতে হবে। ভাসমান বেডের উচ্চতা কমে পানি গাছের শিকড়ের সংস্পর্শে আসলে বা সম্ভাবনা থাকলে বেডের উপর ১০-১৫ সেমি পুরুত্বের টোপাপানার স্তর দিতে হবে। এতে টমেটো গাছ জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা পাবে।

পোকামাকড় দমন: ভাসমান বেডে চাষকৃত গ্রীষ্মকালীন টমেটোর ক্ষতিকারক পোকামাকড় সমূহের মধ্যে সাদা মাছি ও ফল ছিদ্রকারী পোকা অন্যতম। জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক দমন ব্যবস্থাপনা হিসেবে টমেটোর চারা লাগানোর পর হলুদ রংয়ের আঁঠালো ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। টমেটো গাছে সাদা মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে এজাডিরাক্টিন (ইকোনিম/ফাইটোম্যাক্স/বায়োনিম প্লাস) অথবা ফিজিমাইট ১ মিলি/লি. অথবা বায়োট্রিন ০.৫ মিলি/লি. জাতীয় জৈব বালাইনাশক ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

টমেটোর ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য চারা লাগানোর ১ সপ্তাহের মধ্যে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করতে হবে। আক্রান্ত পাতা কীড়াসহ গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলতে হবে এবং ছড়িয়ে পড়া বড় কীড়াগুলোকে ধরে ধরে মেরে ফেলতে হবে। আক্রমণের মাত্রা বেশী হলে এসএনপিভি ০.২ গ্রাম/লি. অথবা স্পিনোসেড (ট্রেসার) ০.৪ মিলি/লি. জাতীয় ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

রোগ-বালাই দমন: পাতায় দাগ পড়া/এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমনের জন্য রোগ দেখামাত্র অটিস্টিন (০.১%) বা নোইন (০.২%) বা বায়োডার্মা (০.৩%) ৭-১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: ভাসমান বেডে গ্রীষ্মকালীন টমেটো সংগ্রহের উপযোগী হলে দ্রুত সংগ্রহ করতে হবে। ভালভাবে চাষ করলে প্রতি বেডে ২০-২৫ কেজি ফলন পাওয়া যায়। একই সাথে আন্তঃ/মিশ্র/সাথি ফসলও সংগ্রহ করা যাবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (বারি অংগ)

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

রহমতপুর, বরিশাল। ফোন: ০২৫-৫০৬১৬৭৫, ০১৭১২-৭৫২২৫৩, ০১৭১২-১৫৮৬১২, ০১৭১২-৩৬৯৩৯৫